ক্রনিক মায়াজম
সমীক্ষা-প্রতিকার

ডাঃ মহিমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, এম বি এইচ

ক্রনিক মায়াজম
সমীক্ষা-প্রতিকার

ডাঃ মহিমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, এম বি এইচ

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা
আদি উৎস ঃ সোরা মায়াজমের অবিষ্কার	.....	৭-১৬
সাইকোসিস ও সিফিলিস	.....	১৭-২০
ক্রনিক মায়াজম – সোরা	.....	২১-২৪
ক্রনিক মায়াজম – সিফিলিস	.....	২৫-৩২
ক্রনিক মায়াজম – সাইকোসিস	.....	৩৩-৩৮
সোরা মায়াজম	.....	৩৯-৪২
সিফিলিস মায়াজম	.....	৪৩-৪৮
টিউবারকিউলার মায়াজম	.....	৪৯-৭৪
ক্রনিক মায়াজমের মনোলক্ষণ	.....	৭৫-৮২
ক্যানসার সম্বন্ধে কিছু কথা	.....	৮৩-৮৪
বিভিন্ন স্থানের মায়াজমের লক্ষণ	.....	৮৫-৮৮
স্ত্রীলোকের মাসিক ঋতুচক্র ও শ্বেতপ্রদরে মায়াজমের প্রভাব	.....	৮৯-৯০
মায়াজমসমূহের সংক্ষিপ্ত চিত্র	.....	৯১-৯৮
ওষুধপ্রয়োগের পর রোগিপর্যবেক্ষণ এবং ভাবীফলনির্ণয়	.....	৯৯-১০৮
প্রধান প্রধান অ্যান্টিমায়াজমেটিক ওষুধের তালিকা	.....	১০৯-১১২
রোগিতত্ত্ব	.....	১১৩-১২০

সাইকোসিস ও সিফিলিস

হ্যানিম্যানের সময়ে বর্তমানকালের মতো এতো ব্যাপক এবং জটিলভাবে সাইকোসিস ও সিফিলিস মায়াজম সংমিশ্রিত ও সম্প্রসারিত হয়নি। তিনি সাইকোসিসকে শুধুমাত্র প্রমেহ বা ফিগ-ওয়ার্ট (figwart) রোগ এবং সিফিলিসকে যৌনক্ষতরোগ (venereal chancre disease) নামে অভিহিত করেছেন। তিনি এই সাইকোসিস বা প্রমেহ রোগে থুজা এবং যৌন ক্ষতরোগে মার্কারিকে আরোগ্যকারী ওষুধ হিসেবে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। কিন্তু আজকের দিনে সাইকোসিস ও সিফিলিস যেমন ব্যাপক গভীর ও জটিল হয়েছে, তেমনি অ্যান্টিসাইকোটিক ও অ্যান্টিসিফিলিটিক ওষুধও আবিস্কৃত হয়েছে অসংখ্য। হ্যানিম্যানের বক্তব্য হলো, প্রমেহে আক্রান্ত হয়ে যখন যৌনযন্ত্রে স্রাব দেখা দেয় তা আরোগ্য করলে আর অভ্যন্তরীণ কোনপ্রকার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির সুযোগ থাকে না। কিন্তু যদি অসদৃশ পন্থা এবং বাহ্যপ্রয়োগে ঐ রোগ চাপা দেওয়া হয়, তবে সাইকোসিস বিষ দেহাভ্যন্তরস্থ সোরাবিষের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে অভ্যন্তরীণ যন্ত্রমন্ডলীতে নানাপ্রকার অস্বাভাবিকতা বা বিশৃঙ্খলা অনিবার্য ভাবেই সৃষ্টি করে। তিনি বলেছেন, প্রমেহ যখন সমগ্র দেহের যন্ত্রমন্ডলীর মধ্যে অন্তঃপ্রবিষ্ট হতে পারেনি শুধুমাত্র বহিরঙ্গ অর্থাৎ যৌনযন্ত্র এবং মূত্রযন্ত্রেই প্রকাশমান তখন হয়ত বা পেট্রোসেলিনামের রস (Petroselinum juice) এক ফোঁটা মাত্রায় প্রয়োগ করা হয় ঘনঘন প্রস্রাবের বেগের লক্ষণে। অথবা ক্ষুদ্র মাত্রায় ক্যানাবিস স্যাট, ক্যান্থারিস অথবা কোপেবা ইত্যাদি ওষুধ লক্ষণ ও ধাতু অনুযায়ী ব্যবহার করা হলে বিশেষ হিতসাধন করে। অবশ্যই এই ওষুধসমূহকে উচ্চ বা উচ্চতর শক্তিতে ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু এ অবস্থায় রোগ যদি অ্যালোপ্যাথিক অসদৃশবিধানের চিকিৎসায় চাপা পড়ে এবং সুপ্ত সোরাবিষের সঙ্গে সংমিশ্রিত হয়ে জটিলতাপ্রাপ্ত হয়; তবে অ্যান্টিসোরিক চিকিৎসা অবশ্য প্রয়োজন হয়। সিফিলিস সম্বন্ধে হ্যানিম্যান বলেছেন: দ্বিতীয় ক্রনিক মায়াজম যা প্রমেহ অপেক্ষাও ব্যাপকভাবে বিস্তৃত এবং যা প্রায় সাড়ে তিন শতক (বর্তমান চার) ধরে মানবজাতির অনেকপ্রকার চিররোগের কারণরূপে চলে আসছে, তা হলো আসল মায়াজম অর্থাৎ ক্ষতরোগ (সিফিলিস)। এই রোগ যখন অনেকখানি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত সোরার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যায় তখন আরোগ্য করা কঠিন হয়ে

পড়ে। সাইকোসিসের সঙ্গে এর সংমিশ্রণ কম ঘটে যেমন সোরার সঙ্গেই প্রায়ক্ষেত্রে স্বভাবতই ঘটে থাকে।*

হ্যানিম্যানের সময়ে সাইকোসিস অপেক্ষা সিফিলিস রোগের বিশেষ বিস্তৃতি ঘটেছিল। তিনি বলেছেন, সিফিলিস সোরার সঙ্গে সংমিশ্রিত হলে তাকে আরোগ্য করা কষ্টকর। সিফিলিস রোগের বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, দুষিত যৌনসংসর্গহেতু ৭ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে উপদংশজ (syphilitic) মায়াজমদ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির প্রথমেই একটি ছোট পুঁজযুক্ত ফুস্কুড়ি দেখা যায় যা ক্রমশ একটি দুষিত ক্ষতের আকার ধারণ করে। এর ধারাগুলি উঁচু হয়ে ওঠে এবং এতে হুল বেঁধার মতো যন্ত্রণা হয়। যদি ওটি না আরোগ্য হয় তাহলে ঐ একই স্থানে সারাজীবন থাকে, শুধু বছর বছর একটু করে বৃদ্ধি পায়। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকগণের ভ্রান্ত ধারণা যে, যেহেতু একটি বিশেষ স্থানে ক্ষত হয়েছে সেহেতু ওটি বা ঐ বিষয়টি ঐ স্থানেই সীমাবদ্ধ। তাই তাঁরা স্থানীয় প্রয়োগের চাপা দেওয়া ওষুধ দিয়ে ভাবেন রোগ ভালো হয়ে গেছে। কিন্তু আসল ব্যাপার হলো, যখন দুষ্ট যৌনসংসর্গ ঘটে তখন সিফিলিটিক মায়াজম সমগ্র দেহেই প্রবেশ করে। যতপ্রকারের বাহ্য চিকিৎসা করা হোক না কেন এর অপসারণ সম্ভব নয়। তাই তিনি লিখলেন: তারা স্পষ্টতই জানে না যে, যখনই দুষ্ট সঙ্গম ঘটে সেই মুহূর্তে থেকেই রোগবিষ সমগ্র দেহেই বিস্তারলাভ করে এবং ক্ষত প্রকাশের আগেই এই সংমিশ্রণ হয়ে থাকে।*

দুষিত সংসর্গহেতু রোগজীবাণু ভিতরে প্রবেশ করে সাত থেকে চোদ্দ দিনের মধ্যে জনযন্ত্রে যে ক্ষত সৃষ্টি হয় তাকে যৌন ক্ষত রোগ বলা হয়।

---

* "The second chronic miasma, which is more widely spread than the fig wart-disease, and which for three and a half (now four) centuries has been the source of many other chronic ailments, is the miasm of the venereal disease proper, the chancre disease (*syphilis*). This disease only causes difficulties in its cure, if it is entangled (complicated) with a psora that has been already far developed with sycosis it is complicated but rarely but then usually at the same time with psora."-ibid.,p.87.

* "They evidently do not know, that the venereal infection of the whole body commenced with the very moment of the impure conition, and was already completed before the appearance of the chancre."-ibid.,p.88.

একে যদি বাহ্য ওষুধ দিয়ে চাপা দেওয়া হয় (যা অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ প্রায়ই করে থাকেন) তাহলে এটি চাপা পড়ে বাগির উদ্ভব হয়। আবার যদি ঐ বাগিকে অসদৃশবিধানের চিকিৎসা এবং অস্ত্রোপচারে অপসারিত করা হয় তবে ঐ রোগবিষের বাইরের প্রকাশ সম্পূর্ণরূপে অন্ত ঃপ্রবিষ্ট হয়ে দেহের সমস্ত সত্তার সঙ্গে মিশ্রিত হবার সুযোগ পায় এবং যথাসময়ে জীবনীশক্তিকে গভীরভাবে বিপর্যস্ত ও বিশৃঙ্খলাগ্রস্ত করে তোলে। এরূপ অবস্থাতেও যদি সদৃশবিধানের চিকিৎসার দ্বারা এই জটিলতাকে মুক্ত করার চেষ্টা করা হয়, তাহলে তাকে উপদংশজ মায়াজম থেকে মুক্ত করা সম্ভব।

কিন্তু এই অবস্থায় বিপন্ন জীবনীশক্তিকর্তৃক প্রকাশিত রোগলক্ষণসমূহ (দেহের অস্বাভাবিক লক্ষণসমূহ) নানাভাবে, নানা লক্ষণে, নানা চিহ্নের দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পেলে আভ্যন্তরিক ধাতুদোষের বিকৃতিসমূহ যদি আবার অসদৃশ পন্থার চিকিৎসাব্যবস্থায় চেপে দেওয়া বা ভিতরে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয় তাহলে যক্ষা, কর্কট, উন্মাদ, হৃদরোগ কিংবা অন্য যে কোন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়াই এর একমাত্র পরিণতি। হ্যানিম্যান বলেছেন, দেহে উপদংশজ জীবাণু প্রবেশ করার পর যদি দেখা যায়, তার প্রতিভূ হিসেবে উপদংশবিষজনিত যৌন রোগ (বাগি) তখনও অপরিবর্তিত এবং যদি এই অবস্থায় বিশেষ করে তখনও তা সোরার সঙ্গে মিশ্রিত না হয় তবে অভিজ্ঞতার জ্ঞানে পরিপুষ্ট হয়ে সুনিশ্চিত করে বলা যায় যে সেই রোগীর মধ্যে জটিল চির মায়াজমের সৃষ্টি হয়নি। সুতরাং এতে এমন কোন চিররোগের উৎপত্তি ঘটবে না যা সহজে আরোগ্য করা যাবে না। অর্থাৎ যদি উপদংশবিষজনিত জটিলতা না আসে বা কোনপ্রকার অসদৃশবিধানে রোগ চাপা দেওয়া না হয়, তাহলে প্রাথমিক এই অবস্থায় কেবলমাত্র মার্কিউরিয়াস ভাইভাসের একটি ক্ষুদ্র মাত্রায় ঐ যৌন উপদংশবিষজনিত রোগ ও বাগি চিরতরে আরোগ্য করা যাবে। তিনি বলেছেন, প্রাথমিক অবস্থায় মার্কিউরিয়াস ভাইভাসের ক্ষুদ্র একটি মাত্রা চোদ্দ দিনের মধ্যে উপদংশবিষজনিত যৌন ব্যাধি চিরতরে আরোগ্য করতে পারে। এই এক মাত্রা প্রয়োগের পর থেকে ঐ রোগ ক্রমশ আরোগ্য হয়ে চর্মের স্বাভাবিক বর্ণ ফিরে আসবে। যদি অসদৃশবিধানের দ্বারা রোগ চাপা না দেওয়া হয় তাহলে চিরকাল ব্যাধিটি বর্তমান থাকবে যতদিন পর্যন্ত ঐ জীবাণুকে সূক্ষ্মমাত্রার মার্ক ভাই আভ্যন্তরীণ প্রয়োগ বিদুরিত করা না হচ্ছে।

হ্যানিম্যানের সিদ্ধান্ত হলো, প্রমেহতেই হোক অথবা সিফিলিসেই হোক আক্রান্ত হবার (অসৎ সংসর্গজনিত সংস্পর্শ) সঙ্গে সঙ্গেই শরীরের অভ্যন্তরভাগে সর্বক্ষেত্রে ঐ রোগজীবাণু প্রবেশ করে এবং তার বহিঃপ্রকাশরূপেই প্রমেহ বা সিফিলিসের লক্ষণ জননযন্ত্রে দেখা দেয়।

এই অবস্থায় কোন অসদৃশ পন্থার চিকিৎসা না করে শুধুমাত্র সদৃশ পন্থার ওষুধের ক্ষুদ্র মাত্রার প্রয়োগে ঐ রোগজীবাণুসমূহকে সমূলে চিরতরে ধ্বংস করা যায়। এর ফলে পরবর্তী জীবনে রোগীর আর কোনপ্রকার বিপদের সম্ভাবনা থাকে না। অর্থাৎ ইহাতে মায়াজমঘটিত কোন রোগ সৃষ্টি করবার ক্ষমতা অঙ্কুরেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। অন্যথায় সোরার সঙ্গে জড়িত হয়ে এই মায়াজমগুলি গভীর জটিলতার সৃষ্টি করে। আসল কথা হলো, প্রমেহই হোক আর সিফিলিসই হোক যে মুহূর্তে সংস্পর্শের দ্বারা ইহার প্রবেশ ঘটে সেই মুহূর্তেই সমগ্র দেহে ঐ রোগবিষ পরিব্যাপ্ত হয়ে যায়, আর তার বহিঃপ্রকাশের রূপই হলো জননযন্ত্রে পূঁজ, ফোস্কা ইত্যাদি হওয়া। আমরা যখন জননযন্ত্রে তার প্রকাশ দেখি, তার আগেই সেই রোগবিষ সমগ্র দেহে প্রবেশলাভ করে। কিন্তু এ অবস্থাতেও যদি ঐ রোগী অসদৃশ চিকিৎসাবিধানের কবলে না পড়ে, তবে যতদিনই অচিকিৎসিত থাকুক না কেন, কোন গভীর জটিলতার সৃষ্টি করতে পারবে না। অসদৃশ পন্থার চিকিৎসা যে সব সময়েই রোগের বহির্মুখী গতিকে বাধা দিয়ে অন্তর্মুখী ও জটিলতর করে আরও জট পাকিয়ে দেয় এই সতর্কবাণী হ্যানিম্যান সর্বদাই আমাদের স্মরণে রাখতে বলেছেন।

ক্রনিক মায়াজম-সোরা

সমস্ত রোগের মূলেই থাকে সোরা। যদি সোরা মায়াজম মানবপ্রজাতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত না হতো বা তার ধারা চলে না আসতো, তাহলে অপর দুটি মায়াজমের আবির্ভাব বা প্রতিষ্ঠালাভ কখনই সম্ভব হতো না। ফলে অচির (acute) রোগে আক্রান্ত হবার প্রবণতাও থাকত না। মানুষের সমস্তপ্রকার রোগের আদি ভূমি হলো সোরা মায়াজম। অর্থাৎ সোরা মায়াজমই সমস্ত পীড়ার মূল ভিত্তি।

হ্যানিম্যান হোমিওপ্যাথিক ওষুধ আবিষ্কারের পর চিকিৎসা করে রোগকে আরোগ্য করতে লাগলেন। কিন্তু সেই রোগ যখন বারবার ফিরে আসতে লাগলো তখন তিনি দেখলেন সেই ওষুধে আর ভালো কাজ হচ্ছে না। এতে তিনি ক্রমশ সন্দিগ্ধ হলেন। ভাবলেন একই রোগীর বারবার একই রোগ ফিরে আসে অথবা সময়ান্তরে নানাপ্রকার রোগলক্ষণ নিয়ে আক্রমণ করতে থাকে নিশ্চয়ই এর পিছনে একটা নির্দিষ্ট কারণ আছে। এই ধরনের রোগী এলেই তিনি তার একেবারে আদি থেকে বর্তমান পর্যন্ত সমস্ত লক্ষণ লিপিবদ্ধ করতে লাগলেন অতি সযত্নে। শুধু তাই নয়, শতশত রোগীর লক্ষণ লিপিবদ্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মাতাপিতার ইতিহাসও সংগ্রহ করলেন। এর পর এক একটি রোগীর সমগ্র জীবনের উপসর্গসমূহকে একত্র সন্নিবিষ্ট করে তার সমগ্র লক্ষণসমষ্টিতে সোরা মায়াজমের প্রতিচ্ছবি আবিষ্কার করলেন। গভীর অনুসন্ধানের দ্বারা প্রত্যেকটি রোগীর ইতিহাস সংগ্রহ করতে গিয়ে দেখলেন প্রথমে কোন না কোন সময়ে সংশ্লিষ্ট রোগীর চর্মরোগ হয়েছিল এবং তাকে অসদৃশ চিকিৎসায় চাপা দেওয়া হয়েছিল। তিনি পূর্ব ইতিহাস অনুসন্ধান করে দেখলেন, এমন কি ক্ষয়রোগে মৃত্যুমুখী রোগীর বাল্যকালে চর্মরোগ চাপা দেওয়া হয়েছিল।

হ্যানিম্যান অ্যাকোনাইট, বেলেডোনা, ব্রায়োনিয়া, আর্নিকা, চায়না, নাক্স ভমিকা, ইগ্নেসিয়া প্রভৃতি অ্যাসোরিক (অ্যান্টিসোরিক নয়) ওষুধ প্রয়োগ করে এইসব চিররোগের স্থায়ী আরোগ্যসাধনে অক্ষম হয়ে খুবই বিস্মিত হলেন।

ডাঃ কেন্ট তাঁর হোমিও ফিলোসফি নামক পুস্তকে বলেছেন: হ্যানিম্যান আমাদের খোলাখুলিই বলেছেন যে, তিনি এই দেখে আশ্চর্য হয়েছেন যে চিররোগের চিকিৎসায় বেশ কিছু সময়ের পরেও কোন উন্নতিই হচ্ছে না। লক্ষণসমূহ যথানিয়মে আগের থেকেও শক্তিশালী রূপে আবির্ভূত হয়েছে এবং ক্রমশ তা যেন আরও বৃদ্ধির দিকেই। তিনি বিষয়টিতে শুধু কঠিন

করেছেন। তিনি নিজ জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে হ্যানিম্যানের সোরা মতবাদের যথার্থতা উপলব্ধি করেছেন এবং তিনি তা তাঁর হোমিও দর্শন পুস্তকে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন। ডাঃ কেন্ট বলেছেন, মানুষের মনোস্তরই তার প্রকৃত প্রতিচ্ছবি। অর্থাৎ মানসিক অবস্থাই মানুষের দেহ ও মনের প্রকৃত প্রতিবিম্ব। তিনি বলেছেন, মনোস্তর যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ সুস্থ থাকে, যতক্ষণ মানুষ সত্য ও অসত্য, ন্যায় ও অন্যায় যথাযথভাবে বিচার বিবেচনা করতে পারে, সমাজের ও সমগ্র মানবজাতির কল্যাণে নিজেকে নিযুক্ত করতে পারে, সর্বাপেক্ষা মহৎ আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে পারে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার মধ্যে কোনপ্রকার রোগপ্রবণতা প্রবেশ করে না।

হ্যানিম্যানও অর্গ্যাননের নবম সূত্রে বলেছেন, সুস্থ জীবনীশক্তি দেহ মন ইন্দ্রিয় ও যন্ত্রমন্ডলীকে এমনই একটি সুসমঞ্জস নীতি ও গতিতে পরিচালনা করে যা আমাদের বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন মন অবাধে সুস্থ ও সচেতন দেহযন্ত্রকে জীবনের মহত্তর উদ্দেশ্যসাধনে নিযুক্ত করতে সমর্থ হয়। সুস্থ জীবনীশক্তির অভিব্যক্তি সম্বন্ধে এই ব্যাখ্যা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ এবং এই তাৎপর্য প্রত্যেক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকের বিশেষভাবে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। সোরা মায়াজম সম্বন্ধে ডাঃ কেন্ট বলেছেন, সুদুর অতীতে নোয়ার সময়ে যখন পৃথিবীর অসাধু ও অসৎ ব্যক্তিগণকে ধ্বংস করবার জন্য মহাপ্লাবন হয়েছিল, তখনই কুষ্ঠের বিকাশ ঘটেছিল। এই কুষ্ঠকেই তৎকালীন প্রাচীন অধিবাসিগণ আভ্যন্তরীণ কন্ডূয়ন নামে আখ্যা দিতেন। তিনি বলেছেন, যদি আমাদের এই বর্তমানকালের মানুষ তাদেরই বংশধর হয়ে থাকে, তাহলে সেই কুষ্ঠের ধারা তখন থেকেই প্রবাহিত রয়েছে। তিনি আরও বলেছেন, মানবপ্রজাতি প্রথমেই পীড়িত হয়েছে সূক্ষ্মস্তর বা মনোস্তরে এবং তা থেকেই মানবপ্রজাতি ক্রমশ এমন একপ্রকার রোগপ্রবণতার দিকে এগিয়ে এসেছে, যাকে প্রকৃতপক্ষে সোরাদোষেরই ক্রিয়া বা প্রভাব বলা যায়। অনুসন্ধান করে আমরাও এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, সোরা মায়াজম বহুবৎসর আগে থেকেই মানবপ্রজাতিকে গ্রাস করেছে এবং মানসিক ও দৈহিক নানাপ্রকার অস্বাভাবিকতা ও রোগপ্রবণতার বৃদ্ধি ঘটিয়ে চলেছে এবং তা অতি সঙ্গোপনে কিন্তু খুবই দৃঢ় পদক্ষেপে। সে শুধু একাই আসেনি, সঙ্গে এনেছে দুই বন্ধুকে। এদের সঙ্গে আমাদের মিলন ঘটিয়ে দিয়েছে। এই অঘটনঘটনপটিয়সী হলো সোরা মায়াজম।